শেক্সপীয়র: রসতীর্থ পথের এক পথিক
হিমেল সাগর

ইংরেজি কবিতায় জীবনের স্পর্শ পেতে হলে রেনাশোর্সঁ-সময়ের রিচার্ড বার্নফ্লিড[1]কে জানতে হয়। তাঁর প্রখ্যাত সনেটের নাম হচ্ছে 'স্যার্টেন সনেট'[2] (১৫৯৫)। জানতে হয় শেক্সপীয়র-এর 'সনেটগুচ্ছ'। দু-জনের প্রতিভার বিশেষত্ব হচ্ছে রসাবেশ, স্পষ্টতা, সৌন্দর্যময় কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতা। ব্যক্তিগত অনুভবের গভীরে মগ্ন হয়ে ভাব ও ভাষা তুলে এনেছেন উভয়েই। উভয়ই শিল্পীবিধাতার কারুশালা থেকে রূপ-রঙ-রস প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে রসের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। প্রতিভা, বস্তবতা, শ্রম ও শিল্পরূপজ্ঞান তাঁদের ছিল বলেই তাঁদের সৃষ্টি সুষম ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে; অনুভূতিনির্ভর সৌন্দর্যনন্দনচিন্তার এক নতুন মাত্রায় যুক্ত হয়ে। প্রচন্ড তাড়নায় সত্যসন্ধান করেছেন দু-জনেই; সন্ধান মিলে একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের উদ্দেশ্যে কিভাবে কাব্য-সম্ভার রচনা করেছিলেন। রিচার্ড বার্নফ্লিডের দুটো উদাহরণ:

> আমি যদি ওর বালিশ হতাম
> চুমুগুলো ওর চুরি করে নিতাম

আর

> ও আমার প্রভু (আমায় বকশিস দাও)
> আমার ঠোঁটে মধু, আর মুখে মৌমাছি
> তুমি কেন আমার মিষ্টি ফুলটি চুষে খাচ্ছো না
> এ এখন পেকে আছে, মধুমন্ডিতে ভরে আছে।[3]

এখানে সুন্দরই সত্য, অসত্যই অসুন্দর। কবির শৈলী সহজ ও অনাড়ম্বর, ভাষা ঋজু ও অনাড়ষ্ট। মনযোগ ও উৎসাহের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ আমাদেরকে নিবিড়তম আনন্দের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। রিচার্ড বার্নফ্লির্ডে অনুপ্রাণিত হয়েই শেক্সপীয়র লিখেন তাঁর বিখ্যাত 'সনেটগুচ্ছ'। শেক্সপীয়র একজন মহৎ শিল্পী; আনন্দ-সৌন্দর্যের সঘন মুহূর্তগুলোকে রঙতুলি দিয়ে রাঙাতে ভয় পাননি। সৃষ্টি করেছেন সাহিত্যের এক চমৎকার শাখার সনেট; যা আবেগমন্ডিত, সৌন্দর্যনন্দিত, ব্যক্তিগত আবেগেও ভরপুর।

শেক্সপীয়রের 'সনেটগুচ্ছ' কার উদ্দেশে নিবেদিত? মি. ডাব্লিউ. হেইচ. এর উদ্দেশে নিবেদিত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে– মি. ডাব্লিউ. হেইচ. টা কে? পন্ডিতরা বলেছেন, উইলিয়াম হার্ট (কবির ভাগ্না), উইলিয়াম হাথওয়ে (কবির ভগ্নিপতি), উইলিয়াম হাল (ফার্স্ট ফিলিও প্রকাশনীর একজন যুবক প্রিন্টার), উইলিয়াম হুনিস (তরুণ কবি)। অন্য যে দুটো নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে-দুটো হচ্ছে– হেনরি রিথসলী (সাউথাম্পটনের জমিদার) ও উইলিয়াম হার্বাট (পেমব্রোকের জমিদার); কিন্তু এ দু-জনের কথা বাতিল করে দিয়েছেন পন্ডিতরা, কারণ জমিদারের নামের আগে মিস্টার বসানো তখনকার রীতি বিরুধী। সে আমলের রীতিনীতি অনুযায়ী তরুণদের নামের আগে মাস্টার বসানো হত। এছাড়া সনেট:২৫, ১২৪ ও ১২৫-তে বলা হয়েছে যে, কবির প্রিয় অভিজাত্য পরিবারের কোনও সদস্য না। কিন্তু আমি ওস্কার ওয়াল্ড-এর মন্তব্যে বিশ্বাস করি; তিনি বলেছেন, ডাব্লিউ. হেইচ. হচ্ছে উইলি হিউজ (এক তরুণ অভিনেতা)।

---

[1] Richard Barnfield.
[2] ***Certayne Sonnets.***
[3] ***Certayne Sonnets***: Sometimes I wish that I his pillow were,/ So might I steale a kisses/ ... / O would to God (so I might have my fee)/ My lips were honey, and they mouth a Bee./ Then shouldst thou sucke my sweete and my faire flower/ That now is ripe, and full of honey-berries.

শেক্সপীয়র কেন এ ‘সনেটগুচ্ছ’ লিখলেন; কারণ, তাঁর আপন স্নেহের গুণে সত্যকে প্রকাশ করতেই এসবের সৃষ্টি। কবির অনেক চেষ্টায় অর্জিত অনন্ত প্রেমকে প্রকাশ করা অকান্ত প্রয়োজন বটে! অন্তরের ভাব অনুরূপভাবে প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি বলছেন যে, কেউ যদি অকারণে কবিকে মন্দ বলে নিন্দা করে, এর চেয়ে প্রকৃত পক্ষে মন্দ হওয়া অনেক ভালো। কবি এভাবে অকারণে নিদারুণ লোক দ্বারা নিন্দার আঘাতের ভারে জীবনে কতভাবে আনন্দকে হারিয়ে ছিলেন। ব্যাভিচারী নিন্দুকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শর বারবার বিদ্ধ হয়েই কবি তাঁর আনন্দ প্রতিমা সৃষ্টি করেন। নিন্দুকরা শুধু শুধু নিন্দা চাপায়, কবির ক্ষুদ্র যত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তাকে বড় করে দেখে। কবি যা কবি তাই থাকবেন, তারা যা তারা তাই আছে, কবির দর্পনে প্রতিফলিত দেখে আপন স্বরূপ, তাদের কুচিন্তার কাছে কবির সকল কাজ ঘৃণ্য হয়। সরল সত্যের মাঝে প্রতিভাত কবির সত্তা কিবা অপরূপ।[৪]

কবির ‘সনেটগুচ্ছ’ যেমন কবির এক এবং অখন্ড উপলব্ধি, তেমনি কবির প্রকাশশিল্পও অবিজাত্য ও সমগ্র। এ ‘সনেটগুচ্ছ’-তে রয়েছে অনুপ্রাসের মনোহর ছটা, আছে সুমধুর বর্ণাবিন্যাস; তবে শব্দগত সৌন্দর্য এখানে অব্যাহত। এখানে নায়কের অপরূপ রূপলাবণ্য প্রকাশ করছে শব্দের কারুকার্যে। নিষ্কলঙ্ক এক রূপের পুন্যরাশির এক অখন্ড ফসল যেন। এখানে শিল্পীর হৃদয়ের কথা, কবির প্রেমিক একজন সুন্দর পুরুষ, সে কবির কাছে কোনওদিন বৃদ্ধ হবে না – এসবই প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে কবির দেখা হয় সেদিন প্রেমিকবন্ধু যেমন ছিল আজও সে ওরকম। কবির প্রেমিক বন্ধু যে শীতের বনের বুকে বারবার বসন্তকে ডেকে আনে। প্রেমিকবন্ধুর সৌন্দর্য কখনও ক্ষয় হয় না; অক্ষয় থাকে। প্রেমিকবন্ধুর সৌন্দর্যে যেন বসন্তের ফুলদলে বারুদ্ধ জ্বলছে। সে চিরসবুজ। ওর জন্মের আগে যেন পৃথিবী মরে ছিল, ওর জন্মের সঙ্গেসঙ্গে পৃথিবী জন্মাতে বার্ধ হয়েছে। কবির কামনা তাঁর প্রেম যেন, এ তরুণের প্রতি, প্রতিমার উপাসনা না-হয়। তিনি চান না এই প্রেমিক কে পুতুলের মত সাজিয়ে রাখতে। তরুণের প্রতি তাঁর প্রেম হচ্ছে বাতাসের মতই উচ্ছ্বল, সন্দুর, অতুলনা মুলক। বিশ্বস্ত সবল অভিন্ন সৌন্দর্য। এতে কোনও ভেদ নেই, চিরদিনের মত এ উদার।

শব্দ ও অর্থের সুসমঞ্জস্যের মিলন, অলংকারের সার্থক প্রয়োগ এবং রসের নিরবদ্য অভিব্যক্তি এতে প্রকাশ পেয়েছে। ঔৎসুক্য, ঈর্ষা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের মাধ্যমে পূর্বরাগাত্মক শৃঙ্গার এখানে যথাযথভাবে অভিব্যক্ত। এখানে শব্দ, ছন্দ, বিন্যাসক্রম, রীতি, অলংকার ও অর্থ সকলই পরস্পরের অনুরূপ; সাহিত্য রসে বা ঐক্য আত্মহারা হওয়ার একটি সমগ্রতার সামঞ্জস্য ফুটে উঠেছে। কবির সৌন্দর্যচেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ-কথাও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, কবির ব্যক্তিগত সৌন্দর্যের দিকটিও তিনি অস্বীকার করেননি। ‘সনেটগুচ্ছ’-এর পাতায়-পাতায় কবি বলেছেন, প্রেমিকের সৌন্দর্যের মাঝে নিঃশেষিত হয়েছে তাঁর কাব্যসম্ভার; যাতে আছে আশ্চর্য এক সুষমা। ছন্দের মাঝে সৌন্দর্য, ছন্দের মাঝে গৌরব পেয়েছে। এ ছন্দে কবির প্রেমিকের স্থান, এখানে তাঁর প্রেমিকের হাত-পা-ঠোঁট-আঁখিপল্লবের রূপ বর্ণনা করতে সম্ভব হয়েছেন। গুণের দিক থেকে তাঁরা এক, তবুও দেহেতে তাঁরা ভিন্ন, এক আসনে তাঁরা বিরাজ করেন না। কবি স্পষ্টই জানতেন প্রকৃত সৌন্দর্য কী! সৌন্দর্য কোথায় বাস করে! এ-তরুণের প্রতি তাঁর প্রেমই হচ্ছে সৌন্দর্য। তরুণের সুন্দরের মাঝে কবি আনন্দ পেয়েছিলেন; কারণ, রূপের সৌন্দর্যই শিল্পের সৌন্দর্য। তাই এতে প্রকাশ পেয়েছে রুচি ও রসবোধ। এখানে কবি রসতীর্থ পথের এক পথিক; তাই কবির মিনতী, ‘মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে বলো না।’ মিথ্যাকে প্রশ্রয় না-দিলেও কবি মাঝে-মাঝে নারী দেহের লাবণ্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রেমিকে প্রকাশ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, শেক্সপীয়রের নারী চরিত্রগুলো তরুণদের দিয়ে অভিনয় করানো হত; যেমন জুলিয়েটের চরিত্রে অভিনয় করতো উইলি হিউজ। তেমনি তার সনেটগুচ্ছেও কখনও কখনও ছেলের চিত্র চত্রিত

4 Sonnets.

হয়েছে মেয়ে হিসেবে; যেমন সনেট:২০; এ সনেটই আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেয় সমপ্রেমের বিষয়টি। সমপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা যাদের হৃদয়ে তাঁরাই শুধু পারে সাহিত্যে এরকম বর্ণনা করতে। এখানে 'প্রিক'ড দি আউট'[5] এর অর্থ কি? এর অর্থ কি পুংলিঙ্গ বা শিশ্ন সিধা বা খাড়া হওয়া নয়! আর 'একটি জিনিস'[6] এর মানে কি? শিশ্ন খাড়া হওয়া ও একটি জিনিস যুক্তভাবে আলোচনা করলে একটি আভাসই পাওয়া যায়– এ হচ্ছে, শেক্সপীয়র যেহেতু ডব্লিউ. হেইচ. আর তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই এমন কথা বলতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'কামেচ্ছা'[7]; যা সাধারণত তরুণ প্রেমিক তার প্রভুকর্তার প্রতি নিবেদিত করে। অন্যদিকে 'একটি জিনিস ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই'[8], অর্থাৎ এখানে কবি শুধু 'সৌন্দর্যের তোষামোদ'[9] করতে চান না; চান দেহমিলন। আর 'তোমার ভালোবাসা হোক আমার, আর তোমার প্রেমের ব্যবহার হোক ধনসম্পত্তি'[10] ও 'নারীর আনন্দ'[11] মানেই হচ্ছে তিনি তৈরি আছেন, যাত্রি হতে চাচ্ছেন সে পথের যেদিকে যৌনের আনন্দে উইলি নিয়ে যাবে। এখানে একটা কথা মনে রাখা উচিত, সে–সময়কার ইংরেজি বা ইউরোপীয়ান সাহিত্যে কখনই কোনও কবি তাঁর বন্ধুর লিঙ্গ নিয়ে লিখেননি। এ একমাত্রই সম্ভব যদি সে বন্ধু তাঁর প্রেমিক হয়। এ সনেটে তারই গন্ধ পাওয়া যায়।[12]

কবি 'আকস্মিক পরিবর্তন'[13] ও 'আমোদপ্রমোদ'[14] শব্দ ব্যবহার করে এরোটিক–সাহিত্য নিজ সৃষ্টিকর্মে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রেসারী ছিলেন কবি। স্বপ্রয়াসে ও স্বলক্ষ্যে কবির সাফল্য অবিসংবাদিত। এখানে সৌন্দর্য দিনের আলোর মত উজ্জ্বল। ডাব্লিউ. হেইচ. এখানে যেন প্রেমের দেবতা 'ইরস', আর কবি 'এ্যাপোল' এতে কোনও সন্দহ নেই। গোলাপের মত এ তরুণ প্রেমিকে বাঁচানোর জন্য একদিকে যেমন বাতাসের দেবতা অন্যদিকে কবি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।[15] এছাড়াও দেখা যাচ্ছে শক্সপীয়র ও মাস্টার ডাব্লিউ. হেইচ. প্রবেশ করছেন 'বিবাহ বন্ধনে'; এ যেন 'সত্যিমনের বিবাহ', ওরা যেন পৃথিবীর প্রথম মানব–মানবী আদম ও হাওয়া।[16] আবার মাস্টার ডাব্লিউ. হেইচ. বর্ণিত হয়েছেন নারী হিসেবে, স্ত্রী বন্ধনে। মাস্টার ডাব্লিউ. হেইচ. এর শাররিক সৌন্দর্যে কবি বিভোর। সে একজন অভিনেতা হিসেবে কখনও বালকের চরিত্রে আবার কখনও নারীর চরিত্রে অংশ নিচ্ছে।[17] তবুও মাস্টার ডাব্লিউ. হেইচ. হচ্ছে এমন তরুণ সে, সমস্ত সৌন্দর্যের সেরা[18]। তাকে বর্ণনা করা হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতীক[19] হিসেবে, যা

---

[5] ***prick'd*** thee out.
[6] one thing.
[7] **SONNET: 98** Passion.
[8] One thing to my purpose nothing.
[9] Fellating.
[10] Mine be thy love, and thy love's use their treasure.
[11] **SONNET: 20** Women's pleasure.
[12] **SONNET: 20** A woman's face with Nature's own hand painted/ Hast thou, the master-mistress of my passion;/ A woman's gentle heart, but not acquainted/ With shifting change, as is false women's fashion;/ An eye more bright than theirs, less false in rolling,/ Gilding the object whereupon it gazeth;/ A man in hue, all 'hues' in his controlling,/ Much steals men's eyes and women's souls amazeth.
[13] **SONNET: 98** Leaped.
[14] **SONNET: 98** Play.
[15] **SONNET: 98** From you have I been absent in the spring,/ When proud-pied April dress'd in all his trim/ Hath put a spirit of youth in every thing,/ That heavy Saturn laugh'd and leap'd with him./ Yet nor the lays of birds nor the sweet smell/ Of different flowers in odour and in hue/ Could make me any summer's story tell,/ Or from their proud lap pluck them where they grew;/ Nor did I wonder at the lily's white,/ Nor praise the deep vermilion in the rose;/ They were but sweet, but figures of delight,/ Drawn after you, you pattern of all those./ Yet seem'd it winter still, and, you away,/ As with your shadow I with these did play:
[16] **SONNET:** 93 So shall I live, supposing thou art true,/ Like a deceived husband; so love's face/ May still seem love to me, though alter'd new;/ Thy looks with me, thy heart in other place:/ For there can live no hatred in thine eye,/ Therefore in that I cannot know thy change./ In many's looks the false heart's history/ Is writ in moods and frowns and wrinkles strange,/ But heaven in thy creation did decree/ That in thy face sweet love should ever dwell;/ Whate'er thy thoughts or thy heart's workings be,/ Thy looks should nothing thence but sweetness tell./ How like Eve's apple doth thy beauty grow,/ if thy sweet virtue answer not thy show!
[17] **SONNET:** 53 Describe Adonis, and the counterfeit/ Is poorly imitated after you;/ On Helen's cheek all art of beauty set,/ And you in Grecian tires are painted new:/ Speak of the spring and foison of the year;/ The one doth shadow of your beauty show,/ The other as your bounty doth appear;/ And you in every blessed shape we know./ In all external grace you have some part,/ But you like none, none you, for constant heart.
[18] **SONNET: 106** the blazon of sweet beauty's best.
[19] **SONNET: 106** antique pens.

মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়। এ তরুণ শুধু দেখতে 'সুন্দর নইট'[২০]-ই না; সে লাবণ্যে মধ্যযুগের রোমানটিক বর্ণনা 'নারীর মৃত্যু'[২১]ও বটে।[২২] সনেট:৯৬-এ দেখা যাচ্ছে শেক্সপীয়র হচ্ছে একজন রাজা, আর মাস্টার ডাব্লিউ. হেইচ. হচ্ছেন তাঁর সিংহাসনের রাণী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'সনেটগুচ্ছ' পাঠ করলে বোঝা যায় যে, এর মুলবক্তব্য, রস ও সৌন্দর্যই হচ্ছে প্রেম ও বন্ধুত্ব। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রোনাশোসঁ- সাহিত্যে 'ধনসম্পত্তি'[২৩] ও 'আনন্দ'[২৪]ই হচ্ছে এরোটিক-সাহিত্য। পরিপূর্ণভাবে এরোটিক সাহিত্য। 'ধনসম্পত্তি' সংযুক্ত হয়েছে পুরুষরসে, আর 'আনন্দ' সংযুক্ত হয়েছে সঙ্গমে। 'ধনসম্পত্তি' ও 'আনন্দ'-এর উপলব্ধি ও এদের প্রকাশ শেক্সপীয়রের নন্দনভাবনার সারাৎসার। যদিও কবি তাঁর সনেট:২০-এ এ-দুটোকেই পরিহার করেছিলেন, তবুও পন্ডিতরা জানেন সনেট:২০-এর প্রকাশ তাঁর মনের কথা ছিল না, এও তাঁরা জানেন না, কোন সনেটের পর কোনটা লেখা হয়েছিল; তবে সনেট:৭৫-এ কবি সুস্পষ্ট ভাষায় উইলির 'ধনসম্পত্তি' ও 'আনন্দ' দুটোই প্রকাশ করেছিলেন। খাদ্য যেমন জীবনের উপাদান, তেমনি কবির কাছে তাঁর প্রেমিকও। প্রেম তাঁর আত্মার মাঝে বাস করে। এ বিরাট পৃথিবীতে কবি আর কিছুই চান না, শুধু চান প্রেমের সৌন্দর্য। চান সুদর্শন প্রেমিকের সঙ্গে একা থাকতে। প্রাণের প্রিয়কে স্বর্বস্বভাবে পেতে। তিনি সে প্রেমকেই সযত্নে রক্ষা করে আনন্দ পেতে চান।[২৫]

এটা খুবই আশ্চর্যময় যে, রেনাশোসঁ-এরোটিক-সাহিত্যে, স্বর্ণ-মুদ্রা ও স্বর্ণ-মুদ্রার স্তূপ ব্যবহার করা হত, স্বর্ণমুদ্রা হচ্ছে পুরুষরস, স্বর্ণমুদ্রার থলি হচ্ছে পুরুষবীজ, স্বর্ণমুদ্রা-খরচ-করা হচ্ছে স্খলন করা। এই সূত্রও লক্ষ করা যায় শেক্সপীয়রের সনেটে। যেমন- সনেট:২ ও সনেট:৬।[২৬] প্রসঙ্গত তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সনেট-২ থেকে জানা যায়, কবির প্রেমিক হচ্ছে এক বলিষ্ঠ, নবীন, সবুজ প্রাণ। তার রূপ সৌন্দর্যের আভায় চোখ ঝলকে দেয়, প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে, ওর সুধা পান করার মত তৃপ্তি জাগে মনে। প্রফুল্ল মনে পুরুষ-নারী ওর দিকে তাকায়। তার পর কবির সামনে হতাশা নেমে আসে। সৌন্দর্যকে ধরে রাখার আর্তনাদই শোনা যায় কবির কণ্ঠে। এখন যদিও প্রেমিকের সৌন্দর্য আজ স্তব্ধ-মুক্ত তবুও তার ক্ষয় আছে। কবি তখন ভাবেন তিনি পরে প্রতারিত হবেন। সাবধান বাণী প্রকাশ করতে কবি বলেন যে, রূপের বসন্ত যদি মরে যায় এ-পৃথিবী থেকে তখন তাঁর পুরুষ সন্তানই একমাত্র পারবে সেই বসন্ত ফিরিয়ে আনতে।

স্বর্ণ-মুদ্রা ও স্বর্ণ-মুদ্রার স্তুপ ব্যবহার সম্পর্কে শেক্সপীয়রও স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।[২৭] যদিও শেক্সপীয়র সনেট:২০ ভোগানন্দকে পরিহার করেছিলেন, তবে সনেট:১২১-তে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, উইলি যাতে তাঁকে ভোগানন্দ প্রদান করেন।[২৮] এর সহজ অর্থ হচ্ছে, সকলেই জানে আমরা সমপ্রেম করছি, তো চলো আমরা একসঙ্গে ঘুমোয়ই।

---

[20] **SONNET: 106** lovely knights.
[21] **SONNET: 106** ladies dead.
[22] **SONNET: 106** In praise of ladies dead and lovely knights,/ Then, in the blazon of sweet beauty's best,/ Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,/ I see their antique pen would have express'd/ Even such a beauty as you master now.
[23] **SONNET: 75** Treasure.
[24] **SONNET: 75** Pleasure.
[25] **SONNET: 75** So are you to my thoughts as food to life, / Or as sweet-season'd showers are to the ground;/ And for the peace of you I hold such strife/ As 'twixt a miser and his wealth is found;/ Now proud as an enjoyer and anon/ Doubting the filching age will steal his treasure,/ Now counting best to be with you alone,/ Then better'd that the world may see my pleasure;/ Sometime all full with feasting on your sight/ And by and by clean starved for a look;/ Possessing or pursuing no delight,/ Save what is had or must from you be took./ Thus do I pine and surfeit day by day,/ Or gluttoning on all, or all away.
[26] "all the treasure of thy lusty days" (Sonnet 2) and "Make sweet some vial, treasure thou some place/ With beauty's treasure" (Sonnet 6).
[27] **SONNET: 52** So am I as the rich, whose blessed key/ Can bring him to his sweet up-locked treasure,/ The which he will not every hour survey,/ For blunting the fine point of seldom pleasure./ Therefore are feasts so solemn and so rare,...
[28] **SONNET: 121** 'Tis better to be vile than vile esteem'd,/ When not to be receives reproach of being,/ And the just pleasure lost which is so deem'd/ Not by our feeling but by others' seeing:/ For why should others false adulterate eyes/ Give salutation to my sportive blood?

সনেট:৫০ ও ৫১-তে পাওয়া যায় সঙ্গমের আনন্দ। এখানে শেক্সপীয়র এরোটিক-প্রতীক ব্যবহার করেছেন যৌনভোগের আনন্দকে বোঝানোর জন্য। এ-প্রতীকটি হচ্ছে- ঘোড়ায় চড়া। এ-প্রতীক শেক্সপীয়র তাঁর অন্য রচনাও ব্যবহার করেছেন। যেমন করেছেন 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা'[২৯] ও 'ভিনাস এবং আদোনিস'[৩০]-তে। সনেট:৫০ ও ৫১-তে লেখা কথাগুলো যদি কোনও নর-নারীর প্রেম নিয়ে হত, তবে এ-নিয়ে রাসলীলা শুরু হত। ঘোড়া-চড়া নিয়ে বলা হয়েছে, এগুলো বর্ণনা করছে কবি একটি ঘোড়া চড়ে দুরে চলে যাচ্ছেন তার প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে।

নিবিড় মিলনের মাঝে দুটো মন এক হয়। আর এ মিলনের কোনও বাধা কবি মানতে চান না। প্রেম প্রেমই। নব অঙ্গীকারে ক্ষণেক্ষণে মত বদলায় না। প্রকৃত প্রেম চিরদিন চিরস্থির থাকেঅ ঝড়ের আঘাতে সে কোনওদিন কম্পিত হয় না। যদি কখনও ধ্বংসের মাঝে পড়ে, তবে সত্য-প্রেম রয়ে যায় অজয়-অমর। চিরদিন যে বন্ধনে আবন্ধ হয়ে আছে তা ছিঁড়ে না। প্রেমিকের সমস্ত চিন্তা কবির মাথায় রক্ষিত হয়ে আছে। বিছানায় যখন কবি শরীর এলিয়ে দেন তখন প্রেমিকই তার হৃদয় জুড়ে অবস্থান নেয়। অন্ধকার ঘরে যেন দেখতে পান কবি মুক্তার মত ঝলঝল করছে তাঁর প্রেমিকের ভালোবাসা।

সনেট:২৭ ও ২৮ থেকে আমরা জানতে পারি যে, উইলির জন্য কবি প্রতিক্ষায়, আর তাই তিনি রাত কাটান জেগে। এর মধ্যে একরকম অস্থিরতা বিরাজ করে, প্রেমিকের জন্য অস্থিরতা।:প্রেমের এ দীপ্তি সবকিছুকে জয় করে চির-উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে কবির সামনে। চোখে হয়তো সত্যই দিখছেন, হয়তো বা মায়াতেই ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। সমস্ত অনিশ্চয়তার শেষে নিবিড় চন্দ্রকলা চোখের পাতায় ভেসে ওঠে। প্রেমিকের রূপানন্দ। দুটো মানুষ এক হয়ে যায়। চোখ তাকে ভালোবাসে। কবির পুরুষরস স্খলন হয়, হস্তমৈথুনও এ থেকে বাদ পরে না।

সনেট:৩৪-এ দেখা যায় সম-এরোটিক কল্পনায় ভরপুর। এ-সনেট শুদ্ধভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় দৈহিক আকর্ষণের প্রতি কবির একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। সনেট:৩৫-তে প্রকাশ পায় প্রেমের যন্ত্রণা। মনের দ্বন্দ্ব। এখানে কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা প্রকাশ পায়। আর এখানে তিনি তাঁর প্রেমিককে দোষারূপ করেন তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য। কবির অন্তৎপুর বেদনায় ভরা। এখানে কবি বলতে চান যে, তাঁর প্রেমিক প্রেমের মত গুণ যেন সে অস্বীকার করেছে। হে চিরতরুণ প্রেম, বিবেক কি জিনিস তা তুমি জানো না; কিন্তু যে বিবেকহীন তার মাঝে কেমন করে প্রেম সঞ্চিত হয়। কবিকে প্রতারণা করায় প্রেমিক কবির কাছে অপরাধী। তবুও যেন কবিরে মনে জাগে, তাঁর প্রেমিককে ভালোবাসতে কে তাঁকে এমন করে শিখিয়েছিল। কবি আশ্রয় নিয়েছেন কোর্ট-ঘরের। অদ্ভুত এক সুক্ষ্ম কৌশলে কবি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর প্রেমিকের ও তাঁর ব্যর্থ প্রেমের কথা বলে যাচ্ছেন। আর সনেট:৩৬-এ প্রেমের বিচ্ছেদের একটি আভাস পাওয়া যায়। এখানে কবি চান তাঁর প্রেমিকের কাছ থেকে সরে পরতে; কারণ, না-পড়লে তাঁর প্রেমিকের অবস্থান ও সুনামে বাধা পড়বে।[৩১]

শেক্সপীয়রের 'সনেটগুচ্ছ' সঠিকভাবে পাঠ করলে আমার মনে হয়, শিল্প ও জীবন যে পরস্পর-সম্পৃক্ত, পরস্পর-নির্ভর এ-ধারণার উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে মানুষের জীবন ও মনের অনেক উন্নতি ঘটবে। একের সঙ্গে অপরের ঘৃণা, বিদ্বেষ, অত্যাচার, হানাহানি বন্ধ হতে সাহায্য করবে। মানুষের মনে সমপ্রেম, সমবেদনা ও ভালোবাসার জন্ম নিবে।

---

[29] "O happy horse, to bear the weight of Antony!"
[30] "He will not manage her, although he mount her."
[31] "I may not evermore acknowledge thee,/ Lest my bewailed guilt should do thee shame."